দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 28 APR 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৩

05

পরীক্ষার ফল বা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক হলে অনুদান স্থগিত হতে পারে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল বা উপস্থিতি হতাশাজনক হলে সরকারী স্বীকৃতি-অনুদান প্রত্যাহার বা স্থগিত হতে পারে। নতুনভাবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রেও আগের সহজ নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে আগে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। তারপর তিন বছর ও পাঁচ বছর মেয়াদে দু'বার অস্থায়ী স্বীকৃতির পর চূড়ান্তভাবে সরকারী স্বীকৃতি পাওয়া যাবে।

(১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

পরীক্ষার ফল

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এ সম্পর্কিত বিস্তারিত নীতিমালা প্রকাশ করেছে। বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। সরকারী স্বীকৃতি লাভ, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতার সরকারী অংশের মঞ্জুরি, উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্তি— এসব নিয়ে প্রতিনিয়ত যে জটিলতার সৃষ্টি হয়— তা এড়াতেই এই নতুন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের আগে সুনির্দিষ্ট কিছু শর্তপূরণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। সর্বোচ্চ চার মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের স্থান ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। পরিদর্শনের ফল ইতিবাচক হলে পরীক্ষামূলকভাবে তিন বছরের জন্য অনুমোদন দেয়া হবে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একবার বোর্ডের আওতাধীন পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে হবে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ জনকে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে এবং এদের ৭০ শতাংশকে উত্তীর্ণ ফল অর্জন করতে হবে। আর এসএসসি বা তদূর্ধ পর্যায়ে ৭৫ শতাংশকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে এবং পাসের হার হতে হবে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ। এছাড়াও এ সময়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার, শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি, বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সংখ্যা— এসব বিষয়ও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। প্রথম তিন বছরে উপরোক্ত শর্তাবলী মেনে চলতে পারলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও পাঁচ বছরের জন্য স্বীকৃতি দেয়া হবে এবং এরপর দেয়া হবে স্থায়ী স্বীকৃতি। স্থায়ী স্বীকৃতির পরই কেবল সরকারী অনুদান বা উন্নয়ন তালিকাভুক্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিবেচিত হবে। সূত্র জানায়, স্থায়ী স্বীকৃতি লাভের পরও কোন পর্যায়ে প্রযোজ্য শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে সরকার স্বীকৃতি প্রত্যাহার বা স্থগিত করতে পারবে বলে নীতিমালায় বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারী অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এ ব্যবস্থাটি রাখা হয়েছে। এতেকরে স্বীকৃতি লাভের পর শিক্ষকদের মধ্যে গা ছাড়া ভাবটির অবসান হবে বলেও একাধিক মহল মনে করছে। অপরদিকে, এ নীতিমালাকে কিছুদিন পূর্বে ছাত্ররা রেজাল্ট খারাপ করলে শিক্ষকদের অনুদান বন্ধ করা সংক্রান্ত সরকারী আদেশেরই মার্জিত রূপ বলে অনেক শিক্ষক অভিহিত করেছেন।